প্রথম আলো

তারিখ ... 19 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

বিভাগ শূন্য করে শিক্ষক বদলি

দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

সরকারি কলেজে শিক্ষক বদলি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া, কিন্তু বদলির ক্ষেত্রে যে কিছু বিচার-বিবেচনা থাকে তার কোনো প্রমাণ রাখতে পারেনি কুমিল্লার আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি কলেজে কিছু বিভাগে এখন একজনও শিক্ষক নেই। অথচ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্মান কোর্সও চালু রয়েছে সেসব কলেজে।

প্রথম আলো পত্রিকার বিশাল বাংলা পাতায় ছাপা হওয়া এক প্রতিবেদনে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার বেশ কয়েকটি কলেজের নাম প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালীর চৌমুহনী এসএ কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে সহকারী শিক্ষক ছিলেন একজন। তাকে সম্প্রতি কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে বদলির ফলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ এসএ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি ছাড়াও অনার্স কোর্সও চালু রয়েছে। এই কলেজটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এখন কীভাবে চলবে? এর কী জবাব আছে কুমিল্লা আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের?

বোঝা যাচ্ছে যে এই কর্তৃপক্ষ তার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। যদি রাখত তবে একটি বিভাগের একমাত্র শিক্ষককে বদলি করার আগে তারা অন্তত ভাবত যে বিভাগটি এখন কীভাবে চলবে। কোন ধরনের ও কোন মানের কর্তৃপক্ষ কুমিল্লা অঞ্চলের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে তার নমুনা পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ১০ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (আশিক) ২৭ জন শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বদলি করে। এই বদলির ফলে বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ে। অথচ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কলেজ শিক্ষকদের বদলি ও নিয়োগসংক্রান্ত নীতিমালায় স্পষ্ট করেই বলা আছে, বদলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যে পদ থেকে বদলি করা হবে সে পদসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ও বদলিকালে নিয়োজিত শিক্ষকের সংখ্যা বিবেচনায় রাখতে হবে। কোনোভাবেই কোনো বিষয় শূন্য করে কোনো শিক্ষককে বদলি করা যাবে না। এই নীতিমালা ভঙ্গের দায় আশিককেই নিতে হবে।

আমরা আশা করব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দায়িত্বজ্ঞানহীন বদলি আদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে যে কলেজগুলোর বিভিন্ন বিভাগ শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে তা দ্রুত পূরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।